সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ৪০৯

৬. সদাচারণ ও ন্যায়নিষ্ঠতা সংশ্লিষ্ট কিতাব (كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ)

পরিচ্ছেদঃ পিতা-মাতার হক

بَابُ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ

আরবী

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخْرَى فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِينَ قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِينَ فَقَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ"

الراوي : مَالِكُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ | المحدث : العلامة ناصر الدين الألباني | المصدر : التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 409 | خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.

বাংলা

৪০৯. মালিক বিন হাসান বিন মালিক বিন হুরাইরা তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তারা দাদা বলেন: “ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে উঠলেন। যখন তিনি মিম্বারের এক ধাপ উঠলেন, তখন ‘আমীন’ বললেন। তারপর আরেক ধাপ উঠলেন এবং ‘আমীন’ বললেন। তারপর তৃতীয় ধাপে উঠলেন এবং ‘আমীন’ বললেন। তারপর তিনি বলেন: “আমার কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম এসেছিলেন এবং বলেছেন, “হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যে ব্যক্তি রমাযান মাস পায় অথচ তার গোনাহ মাফ করা হয় না, মহান আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখুন।” এসময় আমি ‘আমীন’ (আল্লাহ, কবুল করো।) বলেছি।” তিনি আমাকে বলেছেন, “যে ব্যক্তি পিতা-মাতা দুইজনকে অথবা একজনকে পায়, তারপরেও জাহান্নামে যায়। মহান আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখুন।” এসময় আমি ‘আমীন’ (আল্লাহ, কবুল করো।) বলেছি।” তিনি

আমাকে আরো বলেছেন, “যার কাছে আমার আলোচনা করা হয়, কিন্তু আমার উপর দরুদ পাঠ করে না। মহান আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখুন। আপনি ‘আমীন’ বলুন। ফলে আমি ‘আমীন’ (আল্লাহ, কবুল করো) বলেছি।”[1]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ قَدِ اسْتَحَبَّ لَهُ تَرْكُ الانتصار لِنَفْسِهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مِمَّنْ يُتَأَسى بِفِعْلِهِ وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ بَادَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ قال آمِينَ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ أَبْعَدَهُ اللَّهُ فَلَمَّا قَالَ لَهُ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَلَمْ يُبَادِرْ إِلَى قَوْلِهِ آمِينَ عِنْدَ وُجُودِ حَظِّ النَّفْسِ فِيهِ حَتَّى قَالَ جِبْرِيلُ قُلْ آمِينَ قَالَ قُلْتُ آمِينَ أَرَادَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأَسِّي بِهِ فِي تَرْكِ الِانْتِصَارِ لِلنَّفْسِ بِالنَّفْسِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هُوَ نَاصِرُ أَوْلِيَائِهِ فِي الدَّارَيْنِ وَإِنْ كَرِهُوا نُصْرَةَ الْأَنْفُسِ فِي الدُّنْيَا".

আবু হাতিম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন: “এই হাদীসে এই মর্মে দলীল রয়েছে যে, একজন মানুষের জন্য কোন কোন সময় মুস্তাহাব হলো নিজের জন্য প্রতিশোধ না নেওয়া। বিশেষত তিনি যদি এমন ব্যক্তি হন, যার কর্ম অনুসরণ করা হয়। এটার কারণ হলো আল্লাহর নাবীকে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন বলেছেন, “যে ব্যক্তি রমাযান মাস পায় অথচ তার গোনাহ মাফ করা হয় না, মহান আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখুন।” তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ ‘আমীন’ বলেন। অনুরুপ জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাকে বলেন, “যে ব্যক্তি পিতা-মাতা দুইজনকে অথবা একজনকে পায়, তারপরেও জাহান্নামে যায়। মহান আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখুন।” তখনও তিনি অনুরুপ (ভাবে ‘আমীন’) বলেন। কিন্তু যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাকে বলেন, “যার কাছে আমার আলোচনা করা হয়, কিন্তু আমার উপর দরুদ পাঠ করে না। মহান আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখুন।” এসময় তিনি তৎক্ষণাৎ ‘আমীন’ বলেন নাই। কেননা এখানে তাঁর নিজের একটা অংশ আছে। এমনকি যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাকে বলেন, “আপনি ‘আমীন’ বলূন।” তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন আমি ‘আমীন’ বলি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিজের জন্য অন্যের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহই হচ্ছেন তাঁর বন্ধুদের সাহায্যকারী, যদিও তাঁরা নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করা অপছন্দ করে।”

ফুটনোট

[1] তাবারানী আল কাবীর: ১৯/২৯১; আল্লামা হাইসামী, মাজমা‘উয যাওয়াইদ: ১০/১৬৬; ইবনু ‘আদী, আয যু‘আফা: ৬/২৩৭৮।

হাদীসটিকে আল্লামা শুআইব আল আরনাঊত রহিমাহুল্লাহ সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। (আত তা‘লীকুর রাগীব: ২/৬৬)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88873

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন